Bangladesh Garment Manufacturers
& Exporters Association
"Made in Bangladesh with Pride"

FARUQUE HASSAN
PRESIDENT

সার্কুলার নংঃ বিজিএ/কাস/২০২২/৯৭

তারিখঃ ২২/০৫/২০২২

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয় ঃ প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম সহজীকরন প্রসঙ্গে।

সম্মনিত সদস্যবৃন্দ ও সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা অবগত আছেন যে, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রি-শিপমেন্ট ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়।

উক্ত খাতের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে নানাবিধ শর্ত পরিপালনের জটিলতার কারণে সম্মানিত সদস্যগন ঋণ গ্রহন করতে পারছেন না। বিজিএমইএ'র পরিচালনা পর্ষদ বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে একাধিক সভায় মিলিত হয়। বিজিএমইএ'র অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল সার্কুলারসমূহ বাতিল করে উক্ত খাত হতে সহজে ঋণ গ্রহণের জন্য বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৮, তারিখ: ১৮/০৫/২০২২ জারী করে।

আমরা আশাকরি সংশোধিত সার্কুলারের মাধ্যমে ঋণ গ্রহন প্রক্রিয়া আরো সহজতর হবে এবং আমাদের সম্মানিত সদস্যগণ উক্ত খাত হতে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায়িক আর্থিক সংকট দূর করতে পারবেন। এছাড়াও সংশোধিত সার্কুলারে গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার ৫% হতে হ্রাস করে ৩.৫% করা হয়েছে এবং প্যাকিং ক্রেডিটের প্রাপ্যতার সর্বোচ্চ সীমার ন্যূনতম ৫০% আবশ্যিকভাবে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট হিসেবে ঋণ গ্রহন করতে পারবে। যার ফলে রপ্তানি ব্যয় হ্রাস হবে এবং দ্রুততার সাথে ঋণ গ্রহন করে রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

সম্মানিত সদস্যদের'কে স্ব স্ব ব্যাংকের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাত হতে ঋণ গ্রহন করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জারীকৃত সার্কুলারটি এতদসংঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

ফারুক হাসান
সভাপতি

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
website: www.bb.org.bd

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮

তারিখ ঃ ১৮ মে ২০২২
০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায়
প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯ তারিখ: ১৩ এপ্রিল ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৮ তারিখ: ২২ জুলাই ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪২ তারিখ: ২৩ আগস্ট ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৬ তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০২১, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪৪ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক জারিকৃত এসএফডি সার্কুলার নং-০১ তারিখ: ২২ এপ্রিল ২০২০ এবং এসএফডি সার্কুলার লেটার নং-০৪ তারিখ: ২৭ আগস্ট ২০২০ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উক্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রি-শিপমেন্ট ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের নীতিমালা জারি করা হয়। এক্ষণে, ব্যাংক ও গ্রাহক পর্যায়ে পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা আরও সহজতর করার লক্ষ্যে উক্ত নীতিমালা পরিবর্তন/পরিমার্জন করতঃ এতদ্‌সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা নিম্নে দেয়া হল:-

৩। শিরোনাম: প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃঅর্থায়ন স্কীম।

৪। তহবিলের পরিমাণ ও উৎস: ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা; বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৫। খাত: স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রপ্তানিমুখী যে কোন শিল্পে প্রি-শিপমেন্ট খাতে এ ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৬। অংশগ্রহণকারী ব্যাংক: বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক উক্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এর সাথে একটি অংশগ্রহণকারী চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে। ইতঃপূর্বে যে সকল ব্যাংক এ তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী চুক্তি সম্পাদন করেছে তাদের আর নতুনভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে না।

৭। তহবিল ব্যবস্থাপনা: এ তহবিলের সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার কাজ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে। আলোচ্য তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং পুনঃঅর্থায়ন মঞ্জুরীর সময় সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট প্রয়োজনীয় নীতিমালা অনুসরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

৮। তহবিলের মেয়াদ: এ স্কীমের আওতায় তহবিলের মেয়াদ ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে ০৫(পাঁচ) বছর। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তহবিলটি আবর্তনযোগ্য (Revolving)।

৯। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

ক) যে কোন রপ্তানিকারক বা রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থায়নের নিমিত্ত এ তহবিল উন্মুক্ত থাকবে;

চলমান পাতা/২

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

খ) অর্থায়নকারী ব্যাংক বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ করতে পারবে;

গ) ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক কোন খেলাপী গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা যাবে না;

ঘ) এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাহক কর্তৃক রপ্তানি/শিপমেন্ট করা হলে সেক্ষেত্রে পরপর তিনটি রপ্তানিমূল্য অপ্রত্যাবাসিত (Overdue Export Bill) থাকলে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক এ তহবিলের আওতায় নতুনভাবে আর কোন সুবিধা পাবেন না।

ঙ) Shell কোম্পানী /প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি আদেশ বা Shell ব্যাংকের রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে প্রদত্ত প্রি-শিপমেন্ট এর বিপরীতে এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

১০। গ্রাহক পর্যায়ে সুদ (ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে মুনাফা) হার ও অন্যান্য চার্জেস:

ক) গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৩.৫%;

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত শিডিউল অব চার্জেস সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালায় বর্ণিত চার্জ/ফি ব্যতিরেকে গ্রাহকের নিকট হতে অন্য কোন ধরনের চার্জ বা ফি আদায় করা যাবে না।

১১। ব্যাংক পর্যায়ে সুদ হার: বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার উপর ০.৫% (দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে সুদ আরোপ করা হবে।

১২। প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট এর বিপরীতে পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ:

ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংক প্রতিটি নিশ্চিত রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্রের (Firm Export Contract/Authenticated Export Credit) মূল্য হতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মূল্য ও অন্যান্য অর্থায়নকৃত অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্যের উপর স্বীয় নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট প্রদান করবে;

খ) পুনঃঅর্থায়ন তহবিলে প্রয়োজনীয় ব্যালেন্স থাকা সাপেক্ষে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিটের সমপরিমাণ অর্থ পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিবেচ্য হবে;

গ) পুনঃঅর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংক কর্তৃক বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কোন গ্রাহকের অনুকূলে প্যাকিং ক্রেডিটের প্রাপ্যতার সর্বোচ্চ সীমার ন্যূনতম ৫০ শতাংশ আবশ্যিকভাবে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট হিসেবে বিতরণ করতে হবে যা এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে।

১৩। ঋণের মেয়াদ:

ক) একজন গ্রাহককে তহবিলের মেয়াদকাল ০৫(পাঁচ) বছরে এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় একাধিকবার বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ বিতরণ করা যাবে;

খ) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ যাই হোক না কেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ ১৮০ দিন (ছয় মাস) মেয়াদে অংশগ্রহণকারী ব্যাংককে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে যা মেয়াদ শেষে সুদসহ এককালীন পরিশোধ করতে হবে।

চলমান পাতা/৩

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

১৪। পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন পদ্ধতি:

ক) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট প্রদানের পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে কোন কারণে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট প্রদানের পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে পুনঃঅর্থায়নের আবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক তৎপরবর্তী আরও ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে আবেদন দাখিল করা যাবে;

খ) আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত দলিল/তথ্যাদি দাখিল করতে হবে:

i. ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত মঞ্জুরীপত্র;
ii. সংশ্লিষ্ট রপ্তানি আদেশ/রপ্তানি ঋণপত্রের কপি;
iii. সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট;
iv. পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদনকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট);
v. লেটার অব কনটিনিউটি;
vi. লেটার অব ডেবিট অথরিটি;
vii. সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত ছক অনুযায়ী (যদি থাকে) প্রয়োজনীয় তথ্য।

গ) পুনঃঅর্থায়নের আবেদনপত্র ও তদসংশ্লিষ্ট সংযোজনীসমূহ অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী বা তাঁর কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে দাখিল/প্রেরণ করা যাবে। তবে প্রথমবার মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে দাখিল করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নমুনা স্বাক্ষরসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্তৃক একটি অথরাইজেশন লেটার প্রেরণ করতে হবে।

১৫। আদায় ও তদারকি:

ক) পুনঃঅর্থায়ন বাবদ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাবে প্রদানের তারিখ হতে ১৮০ দিন পর সুদসহ উক্ত হিসাব হতে এককালীন কর্তন করা হবে;

খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায় বা রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

গ) ঋণ বিষয়ক যাবতীয় ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বহন করবে এবং সরকারের রপ্তানি ও উৎপাদন সংক্রান্ত নীতিমালা পরিপালনের বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;

ঘ) যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হলে তা বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করতে হবে এবং প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে;

ঙ) আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের যথাযথ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে তহবিলের মেয়াদকালে বা পরবর্তীতে যে কোন সময় উদঘাটিত হলে পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে ব্যাংক রেটে সুদসহ এককালীন কর্তন করা হবে;

চলমান পাতা/৪

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

চ) দ্বৈবচয়ন পদ্ধতিতে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিনে যাচাইয়ের নিমিত্ত তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কাগজপত্রাদি ব্যাংক শাখায় পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৬। রিপোর্টিং/প্রতিবেদন দাখিলঃ অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত ছক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক অন্তে পরবর্তী ১৫(পনেরো) দিন তথা মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর ভিত্তিক প্রতিবেদন যথাক্রমে এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর এবং জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর দাখিল করতে হবে।

১৭। অন্যান্য শর্তাবলীঃ

ক) এ তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (Single Borrower Exposure Limit) সংক্রান্ত নীতিমালা যথারীতি প্রযোজ্য হবে;

খ) ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, দলিল সম্পাদন, ডেট-ইক্যুইটি অনুপাত, ঋণের যথাযথ ব্যবহার ও তদারকির বিষয় ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের নিজস্ব বিধি-বিধান ও ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে;

গ) উল্লিখিত খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার শর্তাদির বিষয়ে যে কোন সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

১৮। এতদ্ব্যতীত, ইতোপূর্বে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৯/২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৮/২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪২/২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৬/২০২১ বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪৪/২০২১, এসএফডি সার্কুলার নং-০১/২০২০ এবং এসএফডি সার্কুলার লেটার নং-০৪/২০২০ এর নির্দেশনা এতদ্বারা রহিত করা হলো। এতদ্‌সত্ত্বেও রহিতকৃত সার্কুলার/সার্কুলার লেটার এর আওতায় ইতঃপূর্বে গৃহীত কার্যক্রম এই সার্কুলার এর অধীনে কৃত বা গৃহীত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

১৯। পুনঃঅর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংক অথবা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংক-কে অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রসহ এ সার্কুলারে বর্ণিত বিভিন্ন নির্দেশনা কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধিত বিবরণী/ফরম্যাট সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।

২০। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হল। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মাকসুদা বেগম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২